প্রথম আলো

তারিখ ...26 DEC 2017...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১...

এই খবরটাও ফাঁসের তবে...

চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

প্রশ্নফাঁস কিছুতেই ঠেকানো যাবে না—এই 'বিশ্বাস' যখন মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে। এবার ফলফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফল নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ফাঁস হয়ে যায়। প্রশ্নফাঁসের মতো ফলফাঁসের ঘটনাতেও নাম এসেছে একটি কোচিং সেন্টারের।

সরকারি কলেজিয়েট স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারীর সহযোগিতায় 'বাবলা স্যার কোচিং সেন্টার' নির্ধারিত সময়ের আগেই ফল ফাঁস করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পেয়েছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট থানায় কলেজিয়েট স্কুলের দুই শিক্ষক, দুই কর্মচারী এবং দুই কোচিং সেন্টার মালিকের বিরুদ্ধে রোববার মামলা করেছে জেলা প্রশাসন।

এ ঘটনায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক গত রোববার রাতে গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি পাঠান। এতে বলা হয়, ১৯ ডিসেম্বর সকালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও বাকলিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের (বালক শাখা) পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরের আগেই চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফল ফেসবুকে প্রকাশের খবর পাওয়া যায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, কলেজিয়েট স্কুলে ফলাফল তৈরি করে এর প্রিন্ট কপি জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলের কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফলাফলের কপি দ্বিতীয়বার প্রিন্ট করে শিক্ষক ও কর্মচারী এবং কয়েকজন অভিভাবকের সহায়তায় 'বাবলা স্যার কোচিং সেন্টারের' (নগরের জামালখান এলাকার কোচিং সেন্টার) পরিচালক বাবলা দেকে সরবরাহ করা হয়। আর মামুন কোচিং সেন্টারের (কলেজিয়েট স্কুলের কাছে) পরিচালক মো. মামুনের সহায়তায় বাবলা দে ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ফলাফল ও সরকারিভাবে প্রকাশিত ফলাফল একই।

> 'বাবলা স্যার কোচিং সেন্টার' নির্ধারিত সময়ের আগেই ফল ফাঁস করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পেয়েছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন

এ বিষয়ে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হাবিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ফলাফল তৈরি করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারীর সহায়তায় একটি কোচিং সেন্টার জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরের আগেই তা ফাঁস করে দেন।

ফলফাঁসের মামলার আসামিরা হলেন কলেজিয়েট স্কুলের দুই সহকারী শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন ও আনিছ ফারুক, কম্পিউটার অপারেটর রিদুয়ানুল হক, উচ্চমান সহকারী মো. ফারুক আহমেদ এবং 'বাবলা স্যার' কোচিং সেন্টারের পরিচালক বাবলা দে এবং 'মামুন কোচিং সেন্টারের' পরিচালক মো. মামুন। রিদুয়ানুল হককে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাশ।

কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক (গণিত) আনিছ ফারুক এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ফলফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, তাঁর ছেলে কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে এর সমাধানের কপি তিনি বাসায় নিয়ে যান। ছেলে পরীক্ষায় কয়টি শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে তা জানার জন্য তিনি এই সমাধান কপি নেন। কিন্তু ছেলের গৃহশিক্ষক মামুন বাসায় এসে সমাধানের কপির ছবি তুলে ফেসবুকে দিয়েছেন বলে তিনি শুনেছেন।

শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য জানতে গতকাল দুপুরে তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। প্রথমে বারবার ফোনটি ব্যস্ত পাওয়া যায়। পরে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দু-একজন ব্যক্তির কারণে ফল ফাঁস হওয়ায় সবার সম্মান নষ্ট হলো বলে মন্তব্য করেন কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাশ।

তবে মামলা হলেও গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ফলফাঁসের ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানান চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্জিনা আক্তার। আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানান তিনি।